প্রিয় তসলিমা,
মুক্তমনার সৌজন্যে আপনার আত্মজীবনীমূলক লেখা "আমার মেয়েবেলা" ও "দ্বিখন্ডিত" পড়ে শেষ করলাম। আপনি একজন নন্দিত এবং নিন্দিত লেখক, প্রশংসাপত্র কিংবা নিন্দাপত্র উভয়ই প্রচুর পরিমানে পান। আমাদের মতো অতি-সাধারণ লোকদের চিঠি পড়ার সময় ও ধৈর্য্য আপনার না থাকারই কথা। তবুও বলতে পারেন নেহায়েত বিপদে পড়েই আপনার মূল্যবান সময়ে ভাগ বসাচ্ছি।

দ্বিখন্ডিতের ৩১১নং এবং ৩১২নং পৃষ্ঠায় (ইন্টারনেট ইডিশন) আপনি একটি দারুন ইন্টারেষ্টিং তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। আপনি লিখেছেন - সুরা আল-নাজম এর ২১নং এবং ২২নং আয়াত দুটো উঠিয়ে দিয়ে নূতন আয়াত বসানো হয়েছে। "দিজ আর ইন্টারমিডিয়ারিস এক্সলটেড হুজ ইন্টারসেশন ইজ টু বি হোপড ফর", "সাচ এ্যাজ দে ডু নট ফরগেট" -- এই কথাগুলো বাদ দিয়ে নূতন কথা বসানো হয়েছে। তথ্যটি আমার কাছে খুবই এক্সাইটিং বলে মনে হয়েছে। আপনার এই আবিস্কারের সপক্ষে তথ্যনির্ভর কোন প্রমান আছে কি? আমি সংশ্লিষ্ট আরবী আয়াতগুলির সাথে করেসপন্ডেন্ট বাংলা অনুবাদ মিলিয়ে তেমন কোন গড়মিল পেলাম না। আপনার মামা কোন সূত্রে জানতে পেরেছিলেন যে এই আয়াতগুলির পরিবর্তন করা হয়েছে? "দিজ ইন্টারমিডিয়ারিস...." বাক্যটির গঠন দেখে মনে হচ্ছে - আপনার মামা নিশ্চিতভাবেই অথেনটিক সোর্স থেকেই আয়াত বদলির এই কাহিনীটি জানতে পেরেছেন। অনুগ্রহ করে সেই সোর্সটির নাম বলবেন কি?

তসলিমা, বিষম সংকটে আছি বোন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চুলোচুলিতে প্রাণ উষ্ঠাগত। কে কাকে উৎখাৎ করে হৃদমন্দিরের দখলি স্বত্ত্ব কায়েম করে নেয় বলা শক্ত। আপনার কাছ থেকে সঠিক উত্তরটি নিশ্চিতভাবেই অবিশ্বাস বেটার হাতে একটি শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দেবে।

ভাল থাকুন। দেশের মাটিতে আপনার ঠাই হয়নি, বিদেশের মাটি আপনাকে আপন করে নিয়েছে। আপনার দুঃখ কি? সব সম্ভবের দেশটির জন্যে আপনার প্রাণ কাঁদে জানি, তবু দন্ডে দন্ডে পলে পলে নিঃশেষ তো হতে হচ্ছে না। সেটাই কি কম পাওয়া?
ঈশ্বর বলে আসলেই যদি কোন সত্তা থেকে থাকেন, আপনার সত্যনিষ্ঠা এবং সৎসাহসের জন্যে আপনি যে তার খুবই প্রিয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।
ধন্যবাদ
ছগীর আলী খাঁন
সাভার - ঢাকা
২৫/১২/২০০৪